দ্বীনিয়াত
শিক্ষা
প্রথম ভাগ

Contents

দ্বীনিয়াত শিক্ষা

(প্রথম ভাগ)

গবেষণা বিভাগ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

দ্বীনিয়াত শিক্ষা (প্রথম ভাগ)

প্রকাশক

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
নওদাপাড়া, রাজশাহী-৬২০৩
হাফাবা প্রকাশনা-৮৭
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
মোবাইল-০১৮৩৫-৪২৩৪১০, ০১৭৭০৮০০৯০০।

التعليم الديني (الجزء الأول)
تأليف : قسم البحوث
الناشر : حديث فاؤنديشن بنغلاديش
(مؤسسة الحديث للطباعة والنشر)

প্রকাশ কাল
জুমাদাল উলা ১৪৪০ হিঃ
মাঘ ১৪২৫ বাং
জানুয়ারী ২০১৯ খ্রিঃ

কম্পোজ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

মুদ্রণ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

নির্ধারিত মূল্য
৩০ (ত্রিশ) টাকা মাত্র।

Deeniyat Shikkha (First Part) compiled by **Department of Research**. Published by : **HADEETH FOUNDATION BANGLADESH**. Nawdapara, Rajshahi, Bangladesh. Ph & Fax : 88-0247-860861. Mob: 01835-423410, 01770800900. E-mail : tahreek@ymail.com. Web : www. ahlehadeethbd.org.

Contents

সূচীপত্র (المحتويات)

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রকাশকের কথা		৪
প্রথম অধ্যায় :	**হিফযুল হাদীছ**	৫
দ্বিতীয় অধ্যায় :	**দো‘আ সমূহ**	৮
তৃতীয় অধ্যায় :	**আক্বাইদ**	১৫
	আল্লাহ	১৫
	মুহাম্মাদ (ছাঃ)	১৭
	চারটি কালেমা	১৯
চতুর্থ অধ্যায় :	**ফিকহ**	২১
	ত্বাহারাত	২১
	ওযূ	২২
	গোসল	২৫
	তায়াম্মুম	২৬
	ছালাত	২৭
পঞ্চম অধ্যায় :	**আখলাক্ব**	২৯
	সাক্ষাতের আদব	২৯
	খাদ্য গ্রহণের আদব	৩১
	পান করার আদব	৩৩
	পোষাক পরিধানের আদব	৩৪
	জুতা-স্যাণ্ডেল পরিধানের আদব	৩৬
	দাঁত ও মুখ পরিষ্কারের আদব	৩৭
	শ্রেণীকক্ষে পালনীয় আদব	৩৮

بسم الله الرحمن الرحيم

ভূমিকা

নাহ্মাদুহূ ওয়া নুছল্লী ‘আলা রসূলিহিল কারীম। আম্মা বা‘দ-

সন্তান-সন্ততি মানুষের দুনিয়াবী জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই সম্পদকে সঠিকভাবে প্রতিপালন করা এবং তাকে নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন করে গড়ে তোলা একজন অভিভাবকের অবশ্য কর্তব্য। সেই সাথে সমাজ ও রাষ্ট্রের কর্ণধারদেরও দায়িত্ব ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সঠিকভাবে বেড়ে ওঠার পরিবেশ নিশ্চিত করা। আমরা মুসলিম। এই পৃথিবীতে আমাদের আগমনের উদ্দেশ্য এক আল্লাহ্র ইবাদত করা। আর ইবাদতের জন্য প্রয়োজন সঠিক জ্ঞান ও নৈতিক শিক্ষা। শুধু তাই নয়, প্রাত্যহিক জীবনে চলার পথেও এর কোন বিকল্প নেই। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ছোট্ট সোনামণিদেরকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দ্বীনিয়াত শিক্ষা প্রদানের জন্য **‘হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ’**-এর গবেষণা বিভাগ থেকে পুস্তিকাটি সংকলন করা হয়েছে। এটি বিভিন্ন মাদরাসা ও ইসলামী স্কুলের **১**ম শ্রেণীর পাঠ্য উপযোগী করে প্রণীত।

আশা করি পুস্তিকাটি ছোট্ট সোনামণিদের প্রাথমিক দ্বীন শিক্ষার পথে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। পুস্তিকাটি রচনা ও পরিমার্জনে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি রইল কৃতজ্ঞতা। আল্লাহ আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন এবং একে আমাদের নাজাতের অসীলা করুন-আমীন!

সচিব
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রথম অধ্যায়

হিফযুল হাদীছ

[শিক্ষকগণ নিম্নোক্ত হাদীছগুলির মতন অর্থসহ মুখস্থ করাবেন]

١. عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ **إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ**، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

১. হযরত ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, **'নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের উপরে নির্ভরশীল'** *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১)*।

٢. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : **إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا**- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

২. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, **'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে-ই, যার চরিত্র সর্বোত্তম'** *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০৭৫)*।

٣. عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : **مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ**- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ-

Contents

৩. আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, **'যে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করল, সে কুফরী এবং শিরক করল'** *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৪১৯)*।

٤. عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ : **سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوْقٌ وَقِتَالُه كُفْرٌ**- رَوَاهُ الْبَخَارِىُّ-

৪. আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, **'মুসলমানকে গালি দেওয়া পাপের কাজ ও তার সাথে যুদ্ধ করা কুফরী কাজ'** *(বুখারী হা/৪৮)*।

٥. عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : **خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ** - رَوَاهُ الْبَخَارِىُّ-

৫. ওছমান (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, **'তোমাদের মধ্যে সে-ই সর্বোত্তম, যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়'** *(বুখারী, মিশকাত হা/২১০৯)*।

Contents

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) নিয়ত অর্থ কি? **উত্তর :** সংকল্প করা বা ইচ্ছা করা।

(খ) সমস্ত আমল কিসের উপরে নির্ভরশীল? **উত্তর :** নিয়তের উপর।

(গ) কুফরী অর্থ কি? **উত্তর :** অস্বীকার করা।

(ঘ) শিরক অর্থ কি? **উত্তর :** অংশীদার স্থাপন করা।

(ঙ) মুসলমানকে গালি দেওয়া কি? **উত্তর :** পাপের কাজ।

(চ) মুসলমানদের সাথে যুদ্ধ করা কি? **উত্তর :** কুফরী কাজ।

(ছ) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করা যাবে কি? **উত্তর :** না।

(জ) সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? **উত্তর :** যে নিজে কুরআন শিক্ষা করে ও অপরকে শিক্ষা দেয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দো‘আ সমূহ

[শিক্ষক নিম্নোক্ত দো‘আগুলি মুখস্থ করাবেন ও ছাত্রদের নিকট থেকে বারবার শুনবেন]

সোনামণিরা! আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর উম্মত। তিনি যে কাজ যেভাবে করে গেছেন, আমাদেরকেও সেভাবে করতে হবে। প্রতিদিন আমরা খাওয়া-দাওয়া, ঘুম, লেখাপড়া, আনন্দ-ফূর্তি কত কিছুই না করি! এ প্রয়োজনীয় কাজগুলি যদি আমরা রাসূল (ছাঃ)-এর পদ্ধতিতে দো‘আ পড়ে করি, তাহ’লে আমাদের কাজটিও সুন্দর হবে, সাথে সাথে অনেক ছওয়াবও হবে। তাহ’লে চল সোনামণিরা! আমরা সব কাজই দো‘আ পড়ার মাধ্যমে শুরু করি।

১. পড়ালেখা শুরু করার দো‘আ : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- *(বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম)* **অর্থ :** ‘পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্র নামে (শুরু করছি)’।

২. জ্ঞান বৃদ্ধির দো‘আ : (১) رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا *(রব্বি যিদ্নী ইল্মা)*

অর্থ : ‘হে প্রভু! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও’ *(ত্বোয়াহা ১১৪)*।

(২) رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَيَسِّرْ لِيْ أَمْرِيْ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ-

(রব্বিশরাহ্লী ছাদ্রী, ওয়া ইয়াসসিরলী আম্রী, ওয়াহ্লুল উক্বদাতাম মিল লিসা-নী ইয়াফক্বাহূ ক্বাওলী)

অর্থ : 'হে আমার প্রভু! আমার বক্ষ প্রশস্ত করে দাও। আমার করণীয় কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও। আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দাও, যেন তারা আমার কথা বুঝতে পারে' *(ত্বোয়াহা ২০/২৫-২৮)*।

৩. পড়ালেখা, বৈঠক বা কুরআন তেলাওয়াত শেষের দো'আ :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ-

(সুবহা-নাকাল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা, আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লা আনতা, আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা)।

অর্থ : 'মহা পবিত্র তুমি হে আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমার দিকেই ফিরে যাচ্ছি (বা তওবা করছি)'।

৪. ঘুমের দো'আ :

❖ঘুমানোর সময় ডান কাতে শুয়ে বলবে, بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

(বিসমিকাল্লা-হুম্মা আমূতু ওয়া আহ্ইয়া)

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তোমার নামে আমি মরি ও বাঁচি'। অর্থাৎ তোমার নামে আমি শয়ন করছি এবং তোমারই দয়ায় আমি পুনরায় জাগ্রত হব'।

❖ঘুম থেকে ওঠার সময় বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ *(আলহামদুলিল্লা-হিল্লাযী আহইয়া-না বা'দা মা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন নুশূর)*

অর্থ : 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যু দানের পর জীবিত করলেন এবং ক্বিয়ামতের দিন তাঁর দিকেই হবে আমাদের পুনরুত্থান'।

৫. সালাম বিনিময়ের দো'আ :

❖কাউকে সালাম দেওয়ার সময় বলবে, اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ

(আসসালা-মু আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লা-হ)

অর্থ : 'আপনার (বা আপনাদের) উপর শান্তি ও আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বর্ষিত হৌক'।

❖সালামের জবাবে বলবে, وَعَلَيْكُمُ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

(ওয়া আলাইকুমুস সালা-মু ওয়া রাহমাতুল্লা-হি ওয়া বারাকা-তুহূ)

অর্থ : 'আপনার (বা আপনাদের) উপরেও শান্তি এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া বর্ষিত হৌক'।

৬. সকাল-সন্ধ্যায় পঠিতব্য দো'আ :

(١) بِسْمِ اللهِ الَّذِيْ لاَ يَضُرُّ مَعَ إِسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

(বিস্‌মিল্লা-হিল্লাযী লা-ইয়াযুর্‌রু মা‘আসমিহী শাইয়ুন ফিল্ আর্‌যি ওয়া লা ফিসসামা-ই ওয়া হুয়াস সামী‘উল ‘আলীম) (৩ বার)।

অর্থ : ‘আমি ঐ আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, যাঁর নামে শুরু করলে আসমান ও যমীনের কোন বস্তুই কোনরূপ ক্ষতিসাধন করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ’।

(٢) اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلاً مُّتَقَبَّلاً وَرِزْقًا طَيِّباً-

(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস’আলুকা ‘ইলমান নাফে‘আন, ওয়া ‘আমালাম মুতাক্বাব্বালান, ওয়া রিঝক্বান ত্বাইয়েবা) (৩ বার)।

অর্থ : ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে উপকারী জ্ঞান, কবুলযোগ্য আমল এবং হালাল ও পবিত্র রূযী প্রার্থনা করছি’।

৭. কোথাও প্রবেশ বা বের হওয়া ও উঠা-নামার দো‘আ :

❖ঘরে প্রবেশের সময় بِسْمِ اللهِ *‘বিসমিল্লাহ’* বলবে এবং সালাম দিবে।

❖ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বলবে,

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ-

(বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কাল্‌তু ‘আলাল্লা-হি ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ)।

অর্থ : ‘আল্লাহ্‌র নামে, (বের হচ্ছি), তাঁর উপরে ভরসা করছি। নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত’।

❖উপরে উঠার সময় বলবে, اَللهُ أَكْبَرُ (আল্লা-হু আকবার) অর্থ : 'আল্লাহ সবার চেয়ে বড়'।

❖নীচে নামার সময় বলবে, سُبْحَانَ اللهِ (সুবহা-নাল্লা-হ্) অর্থ : 'আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করছি'।

৮. হাঁচির দো'আ :

❖হাঁচি দিলে বলবে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *(আলহামদুলিল্লা-হ্)*

অর্থ : 'আল্লাহ্র জন্য যাবতীয় প্রশংসা'।

❖হাঁচির জবাবে বলবে, يَرْحَمُكَ اللهُ *(ইয়ারহামুকাল্লা-হ্)*

অর্থ : 'আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন'।

❖হাঁচির জবাব শুনে বলবে, يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ- *(ইয়াহদীকুমুল্লা-হু ওয়া ইউছলিহু বা-লাকুম)*

অর্থ : 'আল্লাহ আপনাকে (বা আপনাদেরকে) হেদায়াত করুন এবং আপনার (বা আপনাদের) সংশোধন করুন'।

৯. খাওয়ার দো'আ :

❖খাওয়া শুরুর দো'আ, بِسْمِ اللهِ *(বিসমিল্লাহ্)*

অর্থ : 'আল্লাহ্র নামে শুরু করছি'।

❖খাওয়া শেষের দো'আ, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *(আলহামদুলিল্লাহ্)*

অর্থ : 'সকল প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য'।

❖খাওয়া শেষে প্লেট বা দস্তারখানা উঠানোর দো'আ,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ-

(আলহামদুলিল্লা-হি হামদান কাছীরান ত্বাইয়েবাম মুবা-রাকান ফীহি)

অর্থ : 'আল্লাহ্‌র জন্য যাবতীয় প্রশংসা, যা অগণিত, পবিত্র ও বরকত মণ্ডিত'।

❖মেযবানের জন্য দো'আ, اَللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِيْ وَاسْقِ مَنْ سَقَانِيْ

(আল্লা-হুম্মা আত্ব'ইম মান আত্ব'আমানী ওয়াসক্বি মান সাক্বা-নী)

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তুমি তাকে খাওয়াও যিনি আমাকে খাইয়েছেন এবং তাকে পান করাও যিনি আমাকে পান করিয়েছেন'।

১০. পেশাব-পায়খানার দো'আ :

❖টয়লেটে প্রবেশকালে বলবে, اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

(আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল খুবুছে ওয়াল খাবা-ইছ)

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি পুরুষ ও মহিলা জিন (-এর অনিষ্টকারিতা) হ'তে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।

❖বের হওয়ার সময় বলবে, غُفْرَانَكَ *(গুফরা-নাকা)*

অর্থ : 'হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি'।
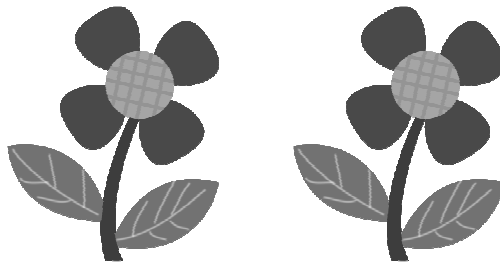
অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) ঘুমানোর সময় কোন কাতে শুতে হয়? **উত্তর :** ডান কাতে।

(খ) সালাম শব্দের অর্থ কি? **উত্তর :** শান্তি।

(গ) উপরে উঠার সময় কি বলতে হয়?

উত্তর : اَللهُ أَكْبَرُ (আল্লা-হু আকবার)।

(ঘ) নীচে নামার সময় কি বলতে হয়? **উত্তর :** سُبْحَانَ اللهِ (সুবহা-নাল্লা-হ্)।

(ঙ) জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কি দো'আ পড়তে হয়?

উত্তর : رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا (রব্বি ঝিদ্নী ইল্মা)।

(চ) পড়ালেখার শুরুতে কি বলতে হয়?

উত্তর : بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম)।

(ছ) হাঁচি দিলে কি বলতে হয়?
উত্তর : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *(আলহামদুলিল্লা-হ্)*।

২. মুখস্থ বল :

(ক) পড়ালেখা শুরু ও শেষের দো'আটি কি?

(খ) জ্ঞানবৃদ্ধির দো'আ দু'টি বল।

(গ) ঘুমানোর দো'আটি কি?

(ঘ) খাওয়া শেষে প্লেট উঠানোর দো'আটি কি?

(ঙ) ঘর থেকে বের হওয়ার দো'আ কোনটি?

তৃতীয় অধ্যায়

আক্বীদা অর্থ বিশ্বাস। দুনিয়াতে মানুষ তার বিশ্বাস অনুযায়ী চলে। সঠিক বিশ্বাস ছাড়া ইসলামে কোন কাজের মূল্য নেই। এজন্য আক্বীদা বা বিশ্বাসকে সঠিক রাখা যরূরী। অতএব সোনামণিরা! আমরা এই অধ্যায়ে আক্বীদা বিষয়ে কিছু জানব।

প্রথম পাঠ

আল্লাহ

আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনি আসমান-যমীন, গাছ-পালা, পশু-পাখি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তিনি আমাদের রিযিকদাতা। আমরা তাঁর ইবাদত করি। আমরা তাঁর বিধান মেনে চলি। আমরা কেবল তাঁর কাছেই সাহায্য চাই।

আল্লাহ এক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি ছাড়া কোন হক্ব উপাস্য নেই। তিনি সাত আসমানের উপর আরশে রয়েছেন। তাঁর আকার আছে। তিনি নিরাকার নন। তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) কে আমাদের সৃষ্টি করেছেন? **উত্তর :** আল্লাহ তা'আলা।

(খ) কে আমাদের পালনকর্তা ও রিযিকদাতা? **উত্তর :** আল্লাহ তা'আলা।

Contents

(গ) আল্লাহ কি নিরাকার? **উত্তর :** না।

(ঘ) আল্লাহ কোথায় আছেন? **উত্তর :** সাত আসমানের উপর আরশে।

(ঙ) আল্লাহ্র কি আকার রয়েছে? **উত্তর :** হ্যাঁ, তাঁর আকার আছে।

(চ) তাঁর তুলনীয় কিছু আছে? **উত্তর :** না।

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) আল্লাহ্র পরিচয় দাও।

দ্বিতীয় পাঠ

মুহাম্মাদ (ছাঃ)

মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র নবী ও রাসূল। তিনি শেষ নবী। তাঁর পরে কোন নবী আসবেন না। তিনি আমাদের আদর্শ। আমরা সকলেই তাঁর উম্মত। তাঁর আদর্শে আমাদের জীবন গড়তে হবে। তাঁর নাম শুনলে 'ছাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলতে হয়।

তিনি আমাদের মতই মানুষ ছিলেন। তিনি নূরের সৃষ্টি নন। তাঁর পিতার নাম আব্দুল্লাহ। তাঁর মাতার নাম আমীনা। ৪০ বছর বয়সে তিনি নবী হন। ৬৩ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) মুহাম্মাদ (ছাঃ) কে ছিলেন?

উত্তর : আল্লাহ্‌র নবী ও রাসূল।

(খ) কার আদর্শে জীবন গড়তে হবে?

উত্তর : রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে।

(গ) মুহাম্মাদ (ছাঃ) কি নূরের তৈরী?

উত্তর : না। তিনি মাটির তৈরী।

(ঘ) মুহাম্মাদ (ছাঃ) কত বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন?

উত্তর : ৬৩ বছর বয়সে।

(ঙ) তিনি কি শেষ নবী?

উত্তর : হ্যাঁ, তিনি শেষ নবী। তাঁর পরে আর কোন নবী আসবেন না।

(চ) তাঁর পিতা ও মাতার নাম কি ছিল?

উত্তর : তাঁর পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ ও মাতার নাম আমীনা।

(ছ) মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর নাম শুনলে কী বলতে হয়?

উত্তর : ছাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সালাম।

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) মুহাম্মাদ (ছাঃ) কে ছিলেন? তাঁর পরিচয় দাও।

তৃতীয় পাঠ

চারটি কালেমা

(ক) কালেমায়ে ত্বাইয়েবাহ :

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ *(লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ)* **অর্থ :** ‘নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ছাড়া’।

(খ) কালেমায়ে শাহাদাত :

اَشْهَدُ اَنْ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه-

(আশহাদু আল লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান ‘আবদুহূ ওয়া রাসূলুহ)।

অর্থ : ‘আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ছাড়া এবং আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল’।

(গ) কালেমায়ে তাওহীদ :

لَآ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لَآ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

(লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা-শারীকা লাহু, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর)।

অর্থ : ‘নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ছাড়া, যিনি একক; যাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাবান’।

(ঘ) কালেমায়ে তামজীদ :

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ–

(সুবহা-নাল্লা-হি ওয়াল হাম্‌দু লিল্লা-হি ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার, ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ)।

অর্থ : 'সকল পবিত্রতা ও সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য। নেই কোন উপাস্য আল্লাহ ছাড়া। আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। নেই কোন ক্ষমতা নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত'।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) কালেমা কয়টি? **উত্তর :** চারটি।

(খ) শাহাদাত শব্দের অর্থ কি? **উত্তর :** সাক্ষ্য প্রদান করা।

(গ) তাওহীদ শব্দের অর্থ কি? **উত্তর :** একত্ব।

(ঘ) আক্বীদা শব্দের অর্থ কি? **উত্তর :** বিশ্বাস।

(ঙ) কালেমায়ে ত্বাইয়েবার অর্থ কি?

উত্তর : 'নেই কোন হক্ব উপাস্য আল্লাহ ছাড়া'।

২. অর্থসহ মুখস্থ বল :

(১) কালেমায়ে ত্বাইয়েবাহ। (২) কালেমায়ে শাহাদাত।

(৩) কালেমায়ে তাওহীদ। (৪) কালেমায়ে তামজীদ।

চতুর্থ অধ্যায়

ফিকহ

প্রথম পাঠ

ত্বাহারাত (الطهارة)

শাব্দিক অর্থ : পবিত্রতা।

পারিভাষিক অর্থ : নির্ধারিত নিয়মে পবিত্র পানি বা মাটি দ্বারা শরীরের অপবিত্রতা দূর করাকে ত্বাহারাত বা পবিত্রতা বলা হয়।

মুসলিম জীবনে পবিত্রতা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ'। ছালাত আদায়ের জন্য প্রথম শর্ত হ'ল দৈহিক পবিত্রতা অর্জন করা। আর পবিত্র হওয়ার মাধ্যম হ'ল ওযূ, গোসল কিংবা তায়াম্মুম।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) 'ত্বাহারাত' শব্দের অর্থ কি? **উত্তর :** পবিত্রতা।

(খ) কি দিয়ে অপবিত্রতা দূর করতে হয়? **উত্তর :** পবিত্র পানি বা মাটি দ্বারা।

(গ) ছালাত আদায়ের প্রথম শর্ত কি? **উত্তর :** দৈহিক পবিত্রতা।

(ঘ) কিভাবে পবিত্র হ'তে হয়? **উত্তর :** ওযূ, গোসল ও তায়াম্মুমের মাধ্যমে।

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ত্বাহারাত বা পবিত্রতা কাকে বলে?

দ্বিতীয় পাঠ

ওযূ (الوضوء)

শাব্দিক অর্থ : স্বচ্ছতা।

পারিভাষিক অর্থ : পবিত্র পানি দ্বারা রাসূল (ছাঃ)-এর শেখানো নিয়মে হাত, মুখ, পা ধৌত করা ও মাথা মাসাহ করাকে 'ওযূ' বলে।

ওযূ করার পদ্ধতি :

(১) প্রথমে মনে মনে ওযূর নিয়ত করবে ও 'বিসমিল্লাহ' বলবে।

(২) দুই হাত ধুবে। নিয়ম হ'ল- ডান হাতে পানি নিয়ে দুই হাত কব্জি সহ ধুবে এবং আঙ্গুলগুলো খিলাল করবে।

(৩) কুলি করবে ও নাকে পানি দিবে। নিয়ম হ'ল- ডান হাতে পানি নিয়ে ভালভাবে কুলি করবে ও নাকে পানি দিয়ে বাম হাতে ভালভাবে নাক ঝাড়বে।

(৪) পুরা মুখমণ্ডল ধুবে। নিয়ম হ'ল- কপালের গোড়া থেকে দুই কানের লতী সহ থুৎনীর নীচ পর্যন্ত ধুবে।

(৫) প্রথমে ডান ও পরে বাম হাত কনুই সহ ধুবে।

(৬) মাথা মাসাহ করবে। নিয়ম হ'ল- পানি নিয়ে দু'হাতের ভিজা আংগুলগুলি মাথার সামনের দিক হ'তে পিছনে ও পিছন হ'তে সামনে বুলিয়ে একবার পুরা মাথা মাসাহ করবে। একই সাথে ভিজা শাহাদাত আংগুল দ্বারা কানের ভিতর অংশে ও বুড়ো আংগুল দ্বারা পিছন অংশে মাসাহ করবে।

(৭) দুই পা ধুবে। নিয়ম হ'ল-প্রথমে ডান ও পরে বাম পায়ের টাখনু সহ ভালভাবে ধুবে ও বাম হাতের আংগুল দ্বারা উভয় পায়ের আংগুল সমূহ খিলাল করবে।

(৮) ওযূ শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পাঠ করবে-

أَشْهَدُ أَنْ لَّآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِيْ مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ-

(আশহাদু আল লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারীকা লাহূ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান 'আব্‌দুহূ ওয়া রাসূলুহু। আল্লা-হুম্মাজ্‌'আল্‌নী মিনাত্‌ তাউয়াবীনা ওয়াজ্‌'আল্‌নী মিনাল মুতাত্বাহ্‌হিরীন)

অর্থ : 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) তাঁর বান্দা ও রাসূল। হে আল্লাহ! আপনি আমাকে তওবাকারীদের ও পবিত্রতা অর্জনকারীদের মধ্যে শামিল করুন'!

সোনামণিরা! খেয়াল করবে, ওযূ করতে গিয়ে কোথাও যেন শুকনো না থাকে। তাহ'লে কিন্তু পুনরায় ওযূ করতে হবে।

*[**বি.দ্র.** : শিক্ষক ছাত্রদেরকে ওযূর পদ্ধতি বাস্তবে দেখিয়ে দিবেন]*

ওযূ ভঙ্গের কারণ :

পেশাব ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে শরীর থেকে কোন কিছু বের হ'লে ওযূ ভঙ্গ হয়।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) ‘ওযূ’ শব্দের অর্থ কি? **উত্তর :** স্বচ্ছতা।

(খ) ওযূর প্রথমে কি করতে হয়? **উত্তর :** নিয়ত বা সংকল্প।

(গ) ওযূর শুরুতে কি বলতে হয়?

উত্তর : ‘বিসমিল্লাহ’ বা আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

(ঘ) কিভাবে পবিত্র হ’তে হয়?

উত্তর : অযূ, গোসল বা তায়াম্মুমের মাধ্যমে।

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ওযূ কাকে বলে?

(খ) ওযূর পদ্ধতি বর্ণনা কর।

(গ) কখন ওযূ ভঙ্গ হয়?

তৃতীয় পাঠ

গোসল (الغسل)

শাব্দিক অর্থ : ধৌত করা।

পারিভাষিক অর্থ : পবিত্রতা অর্জনের নিয়তে ওযূ করে পুরো শরীর ধৌত করাকে গোসল বলে।

গোসল করার পদ্ধতি :

'বিসমিল্লাহ' বলে ছালাতের ওযূর মত করে ওযূ করবে। তারপর প্রথমে মাথায় তিনবার পানি ঢালবে এবং চুলের গোড়ায় খিলাল করে ভালভাবে পানি পৌঁছাবে। তারপর সারা দেহে পানি ঢেলে গোসল শেষ করবে।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) 'গোসল' শব্দের অর্থ কি?

উত্তর : ধৌত করা।

(খ) গোসলের শুরুতে কি বলতে হয়?

উত্তর : 'বিসমিল্লাহ' বা আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি।

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) গোসল কাকে বলে?

(খ) গোসলের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

চতুর্থ পাঠ

তায়াম্মুম (التيمم)

শাব্দিক অর্থ : ইচ্ছা বা সংকল্প করা।

পারিভাষিক অর্থ : ওযূ ও গোসলের জন্য পানি না পেলে বা শারীরিক অসুস্থতার কারণে পানি ব্যবহার করতে না পারলে পাক মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জনের ইসলামী পদ্ধতিকে তায়াম্মুম বলে।

তায়াম্মুমের পদ্ধতি :

(১) পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করবে।

(২) বিসমিল্লাহ বলবে।

(৩) পবিত্র মাটির উপর দু'হাত একবার মারবে।

(৪) অতঃপর দু'হাত দিয়ে পুরা মুখমণ্ডল এবং দু'হাতের কব্জি পর্যন্ত একবার বুলাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১)*।

[বি. দ্র. : শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে হাতে-কলমে উক্ত নিয়মগুলো শেখাবেন]

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) 'তায়াম্মুম' শব্দের অর্থ কি? **উত্তর :** ইচ্ছা বা সংকল্প করা।

(খ) তায়াম্মুম কখন করতে হয়?

উত্তর : ওযূ বা গোসলের জন্য পানি না পেলে বা অসুস্থতার জন্য পানি ব্যবহার করতে না পারলে।

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) তায়াম্মুম কাকে বলে? (খ) তায়াম্মুমের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

(গ) তায়াম্মুমের কারণসমূহ বর্ণনা কর।

পঞ্চম পাঠ

ছালাত (الصلاة)

শাব্দিক অর্থ : দো‘আ, রহমত, ক্ষমা প্রার্থনা করা ইত্যাদি।

পারিভাষিক অর্থ : নির্ধারিত নিয়মে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাওয়া ও প্রার্থনার মাধ্যমে ইবাদত করাকে ছালাত বলা হয়। যা তাকবীরে তাহরীমা বলে শুরু হয় এবং সালাম দিয়ে শেষ হয়।

ছালাতের বিধান :

দিনে ও রাতে পাঁচ ওয়াক্ত ছালাত আদায় করা ফরয। পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতে দিনে-রাতে মোট ১৭ রাক‘আত ফরয এবং ১০ অথবা ১২ রাক‘আত সুন্নাত ছালাত আদায় করতে হয়। আর এশার ছালাতের পর বেজোড় সংখ্যক (১, ৩, ৫, ৭ বা ৯ রাক‘আত) বিতর ছালাত আদায় করতে হয়। ৭ বছর বয়স থেকেই ছালাত আদায় শুরু করতে হয়।

পাঁচ ওয়াক্ত ফরয ছালাতের নাম সমূহ হ’ল-

(১) ফজর (২ রাক‘আত)।

(২) যোহর (৪ রাক‘আত)।

(৩) আছর (৪ রাক‘আত)।

(৪) মাগরিব (৩ রাক‘আত)।

(৫) এশা (৪ রাক‘আত)।

*[**বি.দ্র.** : শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে হাতে-কলমে ছালাতের পদ্ধতি দেখিয়ে দিবেন]*

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) 'ছালাত' শব্দের অর্থ কি?

উত্তর : দো'আ, রহমত, ক্ষমা প্রার্থনা করা।

(খ) ফরয ছালাত কত ওয়াক্ত?

উত্তর : পাঁচ ওয়াক্ত।

(গ) বিতর ছালাত কত রাক'আত?

উত্তর : ১, ৩, ৫, ৭ বা ৯ রাক'আত।

(ঘ) দিনে-রাতে মোট কত রাক'আত ছালাত ফরয?

উত্তর : ১৭ রাকা'আত।

(চ) কত বছর থেকে ছালাত আদায় শুরু করতে হয়?

উত্তর : ৭ বছর থেকে।

(ঙ) দিনে-রাতে মোট কত রাক'আত ছালাত সুন্নাত?

উত্তর : ১০ বা ১২ রাক'আত।

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) ছালাত কাকে বলে?

(খ) ফরয ছালাত সমূহ কয়টি ও কি কি?

পঞ্চম অধ্যায়

আখলাক্ব

আদব-আখলাক অর্থ হ'ল স্বভাব, চরিত্র। রাসূল (ছাঃ) ছিলেন পৃথিবীর সবচেয়ে চরিত্রবান মানুষ। তিনি আমাদেরকে প্রতিটি কাজের আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব সোনামণিরা! আমরা এখন কিছু ইসলামী আদব-কায়দা শিখব।

[বি. দ্র. : শিক্ষক হাতে-কলমে শিক্ষার্থীদেরকে উক্ত আদবগুলো শেখাবেন]।

প্রথম পাঠ

সাক্ষাতের আদব

১. পরিচিত বা অপরিচিত কোন মুসলিমের সাথে সাক্ষাত হ'লে শুরুতে হাসি মুখে বলবে 'আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হ' (আপনার ওপর শান্তি এবং আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক)।

২. কেউ সালাম প্রদান করলে জবাবে বলবে 'ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রহমাতুল্লা-হ' (আপনার ওপরও শান্তি এবং আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হোক)।

৩. সালামের পর উভয়ে এক হাতে মুছাফাহা করবে।

৪. পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা করবে।

৫. ছোটরা বড়দের সালাম প্রদান করবে।

৬. বড়দের সম্মান করবে এবং ছোটদের স্নেহ করবে।

৭. কোন বাড়িতে প্রবেশের সময় সালাম দিবে এবং অনুমতি নিবে।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) সালাম কোন শব্দে দিতে হয়?

উত্তর : আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লা-হ।

(খ) সালামের জবাবে কী বলতে হয়?

উত্তর : ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রহমাতুল্লা-হ।

(গ) মুছাফাহা কয় হাতে করতে হয়?

উত্তর : এক হাতে।

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) সালাম প্রদানের আদব কি?

৩. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) কে কাকে সালাম প্রদান করবে?

(ক) বড়রা ছোটদেরকে

(খ) ছোটরা বড়দেরকে

(গ) যাকে প্রথমে দেখবে।

(২) কাদেরকে সম্মান করতে হবে?

(ক) বড়দেরকে

(খ) ছোটদেরকে

(গ) শিশুদেরকে।

দ্বিতীয় পাঠ

খাদ্য গ্রহণের আদব

১. 'বিসমিল্লাহ' বলে খাওয়া শুরু করবে।

২. খাওয়ার পূর্বে ভালভাবে হাত ধৌত করবে ও বসে খাবে।

৩. ডান হাত দিয়ে ও কাছ থেকে খাবে।

৪. কাত হয়ে, ঠেস দিয়ে, মাঝখান থেকে ও বাম হাতে খাবে না।

৫. খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে **'বিসমিল্লা-হি আউওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ'** দো'আ পাঠ করবে।

৬. পড়ে যাওয়া খাদ্য উঠিয়ে ময়লা পরিষ্কার করে খাবে।

৭. বেশী পেট ভরে খাবে না।

৮. খাওয়ার শেষে ভালভাবে প্লেট ও আঙ্গুল চেটে খাবে।

৯. খাওয়ার মাঝে মাঝে এবং শেষে 'আলহামদুলিল্লা-হ' বলবে।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) খাওয়ার শুরুতে কি বলতে হয়?

উত্তর : বিসমিল্লাহ।

(খ) কোন হাতে খেতে হবে?

উত্তর : ডান হাতে।

(গ) পড়ে যাওয়া খাদ্য কি করতে হবে?

উত্তর : উঠিয়ে ময়লা ছাফ করে খেতে হবে।

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) খাদ্য গ্রহণের আদব কি?

(খ) খাওয়ার শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে কি দো'আ বলতে হবে?

(গ) কিভাবে খাওয়া নিষেধ?

৩. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) কিভাবে খেতে হবে?

(ক) ডান হাত দিয়ে ও কাছ থেকে।

(খ) বাম হাত দিয়ে ও কাছ থেকে।

(গ) ডান হাত দিয়ে ও দূরের থেকে।

(২) খাওয়ার পূর্বে কী করতে হবে?

(ক) হাত না ধৌত করে খাওয়া শুরু করা।

(খ) ভালভাবে হাত ধৌত করা ও বসে খাওয়া।

(গ) দাঁড়িয়ে খাওয়া।

তৃতীয় পাঠ

পান করার আদব

১. পানি বা শরবতের গ্লাস ডান হাতে ধরবে।

২. বসে পান করবে।

৩. 'বিসমিল্লাহ' বলে পান করবে।

৪. তিন নিঃশ্বাসে পান করবে এবং পাত্রে নিঃশ্বাস ফেলবে না।

৫. পান শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) পানি পানের শুরুতে কি বলতে হয়? **উত্তর :** বিসমিল্লাহ।

(গ) পানি পান শেষে কি বলতে হয়? **উত্তর :** আলহামদুলিল্লাহ।

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) পান করার আদব কি?

চতুর্থ পাঠ

পোশাক পরিধানের আদব

১. ‘বিসমিল্লাহ’ বলে ডান দিক থেকে পোশাক পরিধান করবে।

২. ঢিলাঢালা, সাদা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, ভদ্র ও মার্জিত পোশাক পরিধান করবে।

৩. অমুসলিমদের মত পোশাক পরবে না।

৪. পোষাকে যেন অপচয় ও অহংকার প্রকাশ না পায়।

৫. ছেলেরা টাখনুর নীচে কাপড় পরবে না। কিন্তু মেয়েরা টাখনু ঢেকে পরবে।

৬. ছেলেরা রেশমের পোশাক ও সোনার অলংকার ব্যবহার করতে পারবে না।

৭. ছেলেরা ছেলেদের পোষাক পরবে আর মেয়েরা মেয়েদের পোশাক পরবে। একে অন্যের পোষাক পরবে না।

৮. নতুন পোশাক পরিধানকালে দো‘আ পড়বে, যেটি তোমরা আগেই শিখে নিয়েছ।

৯. মেয়েরা আতর বা সেন্ট মেখে এবং সাজগোজ করে বাহিরে যাবে না।
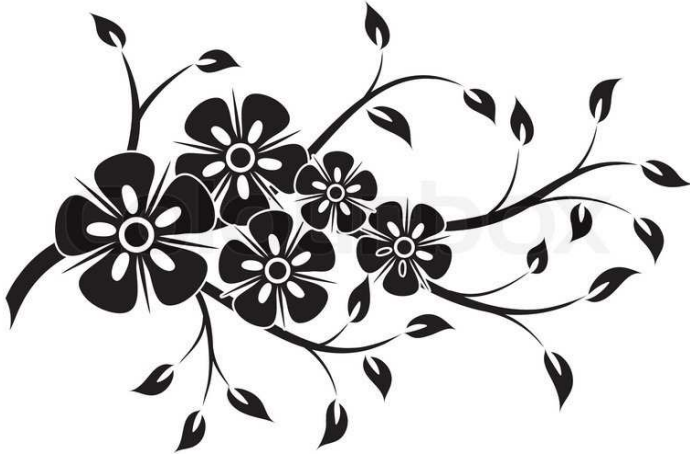
অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) পোশাক কোন দিক থেকে পরতে হয়?

উত্তর : ডান দিক থেকে।

(খ) ছেলেদের রেশমের পোশাক ও সোনার অলংকার ব্যবহার করা যাবে কি?

উত্তর : না। এগুলি ছেলেদের জন্য নিষিদ্ধ।

(গ) ছেলেরা মেয়েদের পোশাক এবং মেয়েরা ছেলেদের পোশাক পরিধান করতে পারবে কি? **উত্তর :** না।

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) পোশাক পরিধানের আদব কি?

(খ) নতুন পোশাক পরিধানকালে কোন দো'আ পড়তে হয়?

৩. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) ছেলেরা কাপড় পরিধান করবে-

(ক) টাখনু ঢেকে।

(খ) টাখনুর উপরে।

(গ) হাঁটুর উপরে।

(২) মেয়েরা কাপড় পরিধান করবে-

(ক) টাখনুর নীচে।

(খ) টাখনুর উপরে।

(গ) হাঁটুর উপরে।

পঞ্চম পাঠ

জুতা-স্যাণ্ডেল পরিধানের আদব

১. 'বিসমিল্লাহ' বলে ডান পায়ের জুতা আগে পরবে।

২. ফিতাওয়ালা জুতা বসে পরবে।

৩. বাম পায়ের জুতা আগে খুলবে।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) জুতা-স্যাণ্ডেল পরিধানের শুরুতে কি বলতে হবে?

উত্তর : বিসমিল্লাহ।

(খ) কোন পায়ের জুতা আগে পরতে হবে?

উত্তর : ডান পায়ের।

(গ) কোন পায়ের জুতা আগে খুলতে হবে?

উত্তর : বাম পায়ের।

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) জুতা-স্যাণ্ডেল পরিধানের আদব কি?
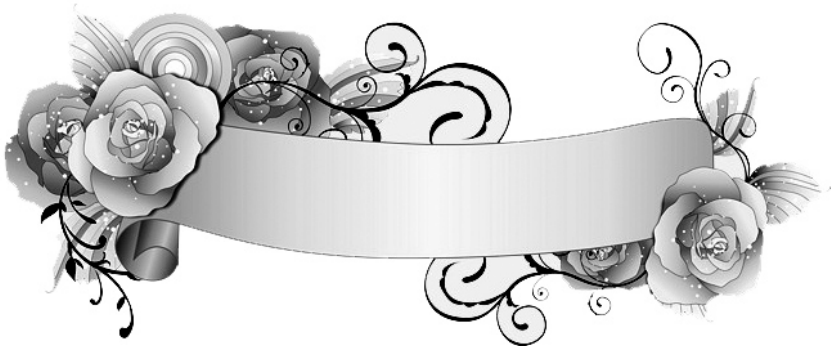
ষষ্ঠ পাঠ

দাঁত ও মুখ পরিস্কার করার আদব

১. প্রত্যেক ওযূর সময়ে, ঘুম থেকে উঠে ও রাত্রিতে শোয়ার আগে মিসওয়াক বা ব্রাশ করবে।

২. যায়তুন কিংবা নিমের নরম ডাল দিয়ে মিসওয়াক করবে কিংবা নরম ব্রাশ দিয়ে ব্রাশ করবে।

৩. মিসওয়াক বা ব্রাশের সাথে টুথপেস্ট বা পাউডার ব্যবহার করবে।
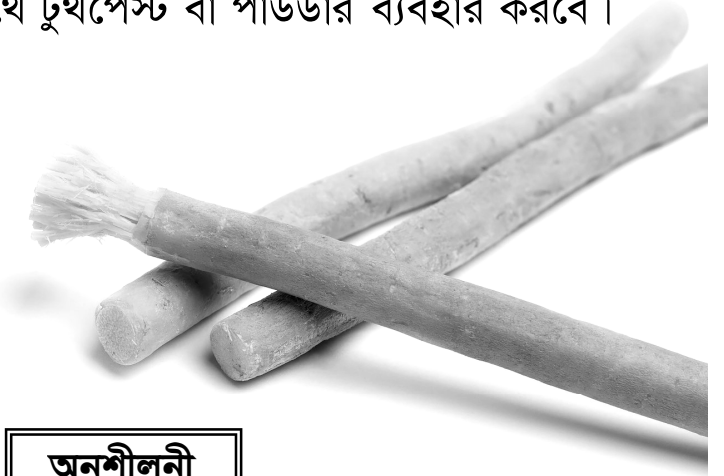
অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) মিসওয়াক কখন করা উচিৎ?

উত্তর : প্রত্যেক ওযূর সময়ে, ঘুম থেকে উঠে এবং রাত্রিতে শোয়ার আগে।

(খ) মিসওয়াক বা ব্রাশের সাথে কী ব্যবহার করতে হবে?

উত্তর : টুথপেস্ট বা পাউডার।

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) দাঁত ও মুখ পরিস্কার করার আদব কি?

সপ্তম পাঠ

শ্রেণীকক্ষে পালনীয় আদব

১. শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের সময় সহপাঠীদের উদ্দেশ্যে সালাম দিবে ও কুশল বিনিময় করবে।

২. শিক্ষককে ক্লাসে প্রবেশ করতে দেখে না দাঁড়িয়ে তাঁর সালামের জওয়াব দিবে।

৩. বিশেষ প্রয়োজনে শিক্ষকের অনুমতি নিয়ে বাইরে যাবে।

৪. অনুমতি ব্যতীত কারু আসনে/স্থানে বসবে না।

৫. শিক্ষক ক্লাসে থাকাবস্থায় প্রবেশের জন্য 'সালাম' দিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করবে।

৬. নির্ধারিত আসনের অতিরিক্ত সহপাঠী আসলে নিজেরা চেপে চেপে বসে তাকেও বসার সুযোগ করে দিবে।

৭. বিনা অনুমতিতে কারো জিনিস গ্রহণ করবে না।

অনুশীলনী

১. এক কথায় উত্তর দাও :

(ক) শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশের শুরুতে কি করবেন?

উত্তর : শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে সালাম প্রদান করবেন।

(খ) শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশের শুরুতে সালাম দিলে শিক্ষার্থীরা কি করবে?

উত্তর : সালামের জওয়াব দিবে।

(গ) শিক্ষকের সালামের জওয়াব দাঁড়িয়ে দিতে হবে, না বসে?

উত্তর : বসে সালামের জওয়াব দিতে হবে।

(ঘ) ক্লাসের বাইরে যেতে হলে কি করতে হবে?

উত্তর : শিক্ষকের অনুমতি নিতে হবে।

(ঙ) বিনা অনুমতিতে কারো জিনিস গ্রহণ করা যাবে কি?

উত্তর : না।

২. সংক্ষেপে উত্তর দাও :

(ক) শ্রেণীকক্ষে প্রবেশের নিয়ম কি?

(খ) নির্ধারিত আসনের অতিরিক্ত সহপাঠী আসলে কি করবে?

৩. শূন্যস্থান পূরণ কর :

(ক) শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করলে......সালামের জওয়াব দিতে হবে।

উত্তর : বসে।

(খ) .... কারো জিনিস নেয়া যাবে না।

উত্তর : বিনা অনুমতিতে।

(গ) বিশেষ প্রয়োজনে শিক্ষকের ....নিয়ে বাইরে যাওয়া।

উত্তর : অনুমতি।

Contents

৪. সঠিক উত্তরটি বাছাই কর :

(১) শিক্ষক ক্লাসে প্রবেশ করে সালাম দিলে শিক্ষার্থীরা কি করবে?

(ক) দাঁড়িয়ে সালামের জওয়াব দিবে।

(খ) বসে সালামের জওয়াব দিবে।

(গ) চুপ করে বসে থাকবে।

(২) শিক্ষক ক্লাসে থাকলে কি করতে হবে?

(ক) সোজা ভেতরে ঢুকে যেতে হবে।

(খ) বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

(গ) সালাম দিয়ে ঢোকার অনুমতি চাইতে হবে।

****

سبحانك اللّٰهُمَّ وبحمدك أشهد أن لا إلٰه إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك،

اللّٰهُمَّ اغفرلى ولوالدىّ وللمؤمنين يوم يقوم الحساب-